বিজনাসের প্রতারকচক্র গ্রেপ্তার

আহসান কবির/খোন্দকার তানভীর জামিল

ঢাকার পান্থপথের সুবাস্তু চন্দ্রশীলা টাওয়ারে অবস্থিত আইটি শিক্ষার নামে প্রতারণামূলক প্রতিষ্ঠান বিজনাস ডট কমের কথিত মালিক পক্ষ অবশেষে গ্রেপ্তার হয়েছে। বিজনাসের কথিত পরিচালক, পুরাকীর্তি ও আদম-পাচার মামলায় আগে গ্রেপ্তার হয়ে জেল খেটে আসা তারিকুল হুদা সরকার এবং জমির দালাল ও বিজনাসের চেয়ারম্যান মোঃ জাকারিয়া ওরফে জাকিরকে চার সেপ্টেম্বর ভোর রাতে গ্রেপ্তার করে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন। তারিকুল হুদাকে গ্রেপ্তার করা হয় হোটেল শেরাটন থেকে। তারিকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ঐ রাতেই ঢাকার বারিধারার এক বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় জাকারিয়া ওরফে জাকিরকে । গত আওয়ামী সরকারের আমলের শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী আব্দুল মান্নানের শ্যালক এই জাকিরই মূলত দুই নম্বরি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ আইটি লিমিটেডকে বিজনাস ডট কমে রূপান্তরিত করে প্রতারণামূলক ব্যবসা শুরু করে। এই দু'জনকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাব বিজনাসের সঙ্গে জড়িত কথিত দুবায়ের নাগরিক (মূলত পাকিস্তানি। একই কারণে পাকিস্তান থেকে তাদের বহিষ্কার করা হলে তারা দুবাই পালিয়ে গিয়েছিল) তাহির মুহাম্মদ চৌধুরী ওরফে তাহির মাহমুদ, আতিফ কামরান ও তৌকিরকে বারিধারার একটি বাড়িতে নজরবন্দি করে রাখে। ৪ সেপ্টেম্বর রাতে তাদেরকেও গ্রেপ্তার করে ঢাকার ধানমন্ডি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

৪ সেপ্টেম্বর রাতে ধানমন্ডি থানায় এদের বিরুদ্ধে মামলা করে বিজনাসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রফিকুল ইসলাম সেলিম প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিজনাস ডট কমকে চন্দ্রশীলা সুবাস্ত টাওয়ারের ফ্লোর ছাড়ার নোটিশ দেয়ায় এ মাসের প্রথম সপ্তাহে গুলশানের ২৮ নং রোডের ৪৯ নং বাড়িটি ভাড়া নেয়া হয়। অগ্রিম দেয়া হয় ৭ লাখ টাকা। গত ৩ আগস্ট শুক্রবার বাদ আসর ঐ বাড়িতে মিলাদও অনুষ্ঠিত হয়। আর গ্রেপ্তার অভিযান শুরু হয় সেদিন রাত ১২টার পরে এবং ৪ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে শেষ হয়। সাপ্তাহিক ২০০০-এ পরপর চারটি রিপোর্টে রফিকুল ইসলাম সেলিম সম্পর্কেও বিশদ তথ্য দেয়া হয়েছিল। বহুদিন লিবিয়ায় বসবাসকালে অর্থ আত্মসাৎ মামলায় ছয় মাস জেল খেটে আসা এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া (যদিও এর সঙ্গে আদৌ কোনো সংশ্রব না থাকার কারণে সে খালাস পায়) রফিকুল ইসলাম সেলিম বিজনাসের এমডি। ধানমন্ডি থানায় করা মামলায় এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, বিজনাস ডট কম বাংলাদেশ লিমিটেডের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের (২) বেকার শিক্ষিত ছেলেদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও ইংরেজি ভাষায় ওপর দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসনের ব্যবস্থা চালাইয়া আসিতে ছিলাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অনিবার্য কারণবশত গত ৪ জুন থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত আমি অফিসে উপস্থিত ছিলাম না (উল্লেখ্য, এই সময়কালে জনাব সেলিম গ্রেপ্তার হয়ে জেলে ছিলেন তারিকুল হুদা সরকার তার পরিচিত মওলানা হাবিবুল্লাহ কাঁচপুরী ও মিজানের মাধ্যমে সেলিমের নামে আটটি মামলা দিয়েছিল যা এখনও বিচারাধীন এবং সেলিম জামিনেই আছে। সেলিম তার মামলায় জনাব তারিকুল হুদা সরকার, মোঃ জাকারিয়া ওরফে জাকির, এস এম ইয়াকুব, মোঃ আরিফ (নির্বাহী, হিসাব বিভাগ), মোঃ সাদেক (নির্বাহী, হিসাব), মোঃ আলিম (অফিস সহকারী ও তাহির মাহমুদের বডিগার্ড), মহিউদ্দীন, কর্নেল (অবঃ) কাজী জহির উদ্দীন (কথিত কান্ট্রি ম্যানেজার) এবং পাকিস্তানি নাগরিক তাহির মাহমুদ, আতিফ কামরান ও তৌকির আহমেদকে আসামি করে। মামলার নথিতে সেলিম আরো উল্লেখ করে যে উল্লিখিত আসামিগণ জুন থেকে আগস্ট ২০০৪ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে বিজনাসের নামে প্রায় ৩ কোটি টাকা নিয়া তাহাদের প্রশিক্ষণ না দিয়া আত্মসাৎ করে ও এই টাকার কোনো ট্যাক্স তারা সরকারকে দেয় নাই। আত্মসাৎ করা টাকার একটা বড় অংশ হুন্ডির মাধমে পাকিস্তানে পাচার করা হইয়াছে। এছাড়া সি আর ট্রেডার্সের পক্ষে ঠিকদার মোঃ নাজিবুর রহমানও ধানমন্ডি থানায় একটি জিডি করেন। জিডিতে তিনি উল্লেখ করেন বিজনাসের অফিসের ৯৮ ভাগ কাজ করার পরও বিজনাস কর্তৃপক্ষ তাকে কোনো টাকা না দিয়ে তার সঙ্গে প্রতারণার আশ্রয় নেয়।

গ্রেপ্তারের পর জাকির ও তারিকুল হুদাকে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়। পাকিস্তানি তিন নাগরিককে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে ধানমন্ডি থানা পুলিশ। এদিকে বিজনাসের একটি সূত্র জানিয়েছে, মামলা করার কারণে বিজনাসের কথিত কান্ট্রি ম্যানেজার কর্নেল (অবঃ) কাজী জহির উদ্দীন ৫ সেপ্টেম্বর থেকে পলাতক রয়েছেন। অন্যদিকে বিজনাস সংশ্লিষ্ট গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজনাসের প্রতারিত সদস্যরা বিজনাস অফিসে ভিড় করে তাদের টাকা ফেরত চাওয়া শুরু করেছেন। জানা গেছে, ৫ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন একজন সদস্যও আর বিজনাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হননি। তারিক ও জাকির গং গ্রেপ্তার হবার সঙ্গে সঙ্গে রফিকুল ইসলাম সেলিম পুনরায় বিজনাসের দখল বুঝে নিতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। বিজনাসের প্রতারক চক্র গ্রেপ্তার হবার সঙ্গে সঙ্গে এমএল এমের (MLM) নামে ব্যবসা করা অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক ও পরিচালকরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে ভুগছে। গত সংখ্যায় সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত আল-ফালাহ কমিউনিকেশন ও লাইফ লাইনের ব্যবসায় ধস নেমেছে বলে জানা গেছে। বিজনাসের মতো এসব প্রতিষ্ঠানের সদস্যরাও তাদের টাকা ফেরত নিতে সংশ্লিষ্ট অফিসে ভিড়ে করছেন।

গ্রেফতারকৃত বিজনাসের দুই কর্মকর্তা তারিকুল হুদা সরকার এবং জাকারিয়া